যোজন দূরত্বে দেখা নিকট মায়া

যোজন মাহমুদ

যোজন দূরত্বে দেখা নিকট মায়া
যোজন মাহমুদ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: অমর একুশে বইমেলা ২০২৩

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ২০০ টাকা

Jojon Durotte Dekha Nikot Maya by Jojon Mahmud Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudra-E-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2023
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 200 Taka RS: 200 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-97227-9-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

প্রিয় মানুষ ওবায়দুল হক চৌধুরী,
কবি বেলাল চৌধুরী, মজিবুল হক চৌধুরী
এবং মোর্শেদা আক্তার চৌধুরী

জীবনের অনুভূতি কবিতায় বিস্তার

ভূমিকা

যোজন মাহমুদের নির্বাচিত কবিতা ‘যোজন দূরত্বে দেখা নিকট মায়া’ নিজস্ব মৌতাতে বুনেছে মুক্ত হৃদয়ের অভিমুখ, তুলে এনেছে অভিপ্রেত তর্ক, জিজ্ঞাসা, অভিমান, প্রেম, প্রতিধ্বনি এবং সময়ের নিয়ত প্রদক্ষিণ, যেন এক নাছোড়বান্দা জীবনের নির্যাস, নবীন বলেই সে প্রাচীন বৃক্ষের তলে নীরবতাগামী নয়, এমনটা নয়, এমনটা হয় না কোনো নিভৃতিকে আপন করা সংবেদনে, প্রথম প্রকাশ ও সংস্করণ সকলের আশকারা পাক, স্পর্শ পাক, ধনুকের ছিলায় টান লাগুক, কিছু তীর আমাদের সহ্যের সীমা পার করে যাক অসহ্য নিগূঢ় সত্যের সমুখে, সে আশা রাখি নিরন্তর।

হিমাদ্রি শেখর দে
কবি-নাট্যজন

সূচিপত্র

আমন্ত্রণ	১১	৩১	সন্ধান
খোঁজ	১২	৩২	পূর্ণতা
মরীচিকা	১৩	৩৩	নিস্তব্ধ
মিছা মিছি	১৪	৩৪	আসা যাওয়া
স্বপ্নের বাস্তবতা	১৫	৩৫	দিবা নিশির সুর
স্বপ্নের সন্ধানে	১৬	৩৬	আস্থা
চিন্তা ভাবনা	১৭	৩৭	উষ্ণ ছোঁয়া
দৃষ্টিভঙ্গি	১৮	৩৮	চিঠি
প্রতিশ্রুতি	১৯	৩৯	ভাসান
সময়ের আত্মচিৎকার	২০	৪০	তোমাতে আমি
জাবেদানামা	২১	৪১	উপহার
ছলচাতুরী	২২	৪২	শূন্য
আমার সময়	২৩	৪৪	প্রেক্ষাপট
ভীমরতি	২৪	৪৬	পূর্ণতায় নয় শূন্যতায় জীবন
নষ্ট সময়	২৫	৪৭	রক্ত মাংসের যন্ত্র
হারিয়ে যায়	২৬	৪৮	প্রেম কী?
আত্মশুদ্ধি	২৭	৪৯	যোজন
কারাগার	২৮	৫০	মিথ্যা মরীচিকা
নিরপরাধীরাই অপরাধ করে	২৯	৫১	এ কেমন স্বার্থপরতা জীবনের?
নিয়তি	৩০	৫৪	অপেক্ষা

আমন্ত্রণ

প্রিয় জীবন,

তোমার জন্য এত মায়া লাগে কেন জানো? জন্ম থেকে তোমাকে বেড়ে উঠতে হয় নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। কখনো হাসো, কখনো কাঁদো আবার কখনো মুক্ত আকাশে ঘুরে বেড়াও। এত কিছু নিয়ে তুমি গুছিয়ে নিয়ে যাও, নিজেকে সময়োপযোগী করে। হয়তো সময় তোমাকে নিয়ন্ত্রণ করে, না হয় তুমি সময় কে, তোমার কাছে হার মানতে মানতে যখন বুঝতে পারো, হয়তো তখন অনেক কিছুই মনে রাখো না, প্রয়োজনে মনেও করো। তুমি অনন্য, তাই তোমার প্রেয়সীকে ধরতেই হারিয়ে যাও তার কোলে মৃত্যু হয়ে। এতেই তোমার তৃপ্তি, আমার বেশ ভালোই লাগে। তুমি ফিরে এসো রক্ত মাংস ছেড়ে, আমার কাছে।

তোমার প্রতীক্ষায়,

মরণ।

খোঁজ

মানুষের ভিড়ে ক্ষুদ্র মানুষ,
ভিড় ছাড়া কি হয় রে হুঁশ!
ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যাবো
ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে রবো,
দেখব ভিড়ের বাঁকে মোরে
যুক্ত হবো একই ভিড়ে
পাই যদি মোর খোঁজ!

মরীচিকা

তোমাকে ধরতে গিয়ে পেয়েছি নিজেকে খুঁজে।
ছন্দে না, আনন্দে মেতে থাকো মনের চিলেকোঠায়।
আলোর প্রদীপে, উইপোকা হয়ে পুড়ে মরবো।
ছাই হয়ে মিশে যাবো বাতাসে, গন্ধে নাক কুঁচকাবে তোমার।
ফুঁ দিতেই নিভে গেলে প্রদীপ, হারিয়ে যাবো অন্ধকারে।

মিছা মিছি

এমনও কেমন করে
মন যায় দূরে সরে
আমি নিরালায়
বসিয়া ভাবিয়া যাই
এ মন যায় কত দূরে।
নীরবে হায় ভাবিয়া যাই
নাই কিনারা নাই রে ঠাঁই।

তবু দূরে যায়, মন সরে যায়, স্বপ্নের খোঁজে
আমি একেলায়, সবই অযথায়, কও কে কারে বোঝে
তবুও খুঁজে যাই, কিছু যে না পাই, ওই দূর সুদূরে
এ জীবনও হায় কত কিছু চায়
যা কিছু পায়, ছাই হইয়া যায় উড়ে উড়ে।

স্বপ্নের বাস্তবতা

মাটির ভেতরে টুকরো টুকরো পাথরগুলো পাহাড়ের রূপ ধারণ করছে।
মাটির বুকের পাহাড়! হয়তো মাটিকে শক্ত করছে।
মাটির শক্তি নেই পাহাড় সরিয়ে দেবে।
তাই মুখ বুজে প্রসবের বেদনার মতো সহ্য করে।
মাটি অপেক্ষা করে, বিন্দু বিন্দু ভালোবাসা বৃষ্টির ফোঁটায় ফোঁটায়
পাহাড়কে মাটিতে পরিণত করবে।
ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখে আশা, স্বপ্নের বাস্তবতায়।

স্বপ্নের সন্ধানে

জাগতিক স্বপ্ন আমাকে বিতাড়িত করে বেড়াচ্ছিল।
আমি স্বপ্নের ছায়াতলে ঘুরেছি অনেকবার।
পায়ে পিষে অজস্র কাঁটা, তবুও ক্ষান্ত হইনি।
ভেবেছি শান্ত হয়ে, তোমার রূপসাগরে সাঁতরে বেড়াবো
আটলান্টিক থেকে পদ্মা, মেঘনা, যমুনার শাখা-প্রশাখায়।
মিথ্যের জাল বুনেছিলে অনেক, তবুও থামাতে পারোনি
তুমি স্বপ্নেই রয়ে গেলে।
বাস্তবতায় আমি হয়ে গেলাম ইতিহাস, তুমি মরীচিকা।
এখন জাগতিক স্বপ্ন রেখে মন খুঁজে বেড়ায়,
নক্ষত্রের আড়ালে সুন্দরের আলোকে।

চিন্তা ভাবনা

যেখানে চিন্তা এসে নিমজ্জিত হয়,
সেখানেই নতুন ভাবনার শুরু।
অবসন্ন মন টগবগ টগবগ করে
দূরদূরান্তে।
স্থির হয়, একাকিত্বের শূন্যতায়।
তখনই চিন্তার প্রেমে ভাবনা হাবুডুবু খায়।

দৃষ্টিভঙ্গি

প্রতিটি স্পর্শ নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে,
এক একটি শব্দ শুনিয়েছে কোনো বাস্তবিক মহাকাব্য।
প্রতিটি ক্ষণে-অনুক্ষণে দেখিয়েছে আলো-আঁধারির গল্প,
অল্প করে নয়! তার মতো করে।
তার পরে দেখতে হলে মনের চোখ মেলে দেখতে হয়।
গল্পের গল্প থাকবেই, ভেবে নিবে যে ভাবছে তার মতো করে।